New Media:—

Internet:—

পরিচয়:— ইন্টারনেটের ইতিহাস শুরু হয় ১৯৬০ সালে কম্পিউটার সায়েন্সের গবেষণার অংশ হিসেবে। পরবর্তীতে সালে এই বিভাগটি ARPA NET-এর থেকে Professor Leonard Kleinrock's প্রস্তাব দিয়ে। যা UCLA প্রতিষ্ঠিত সালে প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে প্যাকেটের ডেটাবেজ স্থাপিত হয় SRI, ১৯৬০ সালের দিকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল প্রতিরক্ষা ও নেট আমেরিকার গবেষণাকে কম্পিউটারে ব্যবহার বিস্তারিত সুযোগ। শুধু সালের কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলীরা তাদের কাজের সংযোগ করতে শুরু করে। তাই সময় ইন্টারনেটের জন্য পথ প্রদর্শক আবিষ্কার হয় সাড়া সাড়া হয় ARPA NET (Advanced Research projects Agency network) ARPA NET প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি ছিল তার যা একটি আলাদা অভ্যন্তরে পরিচালিত হয়। IP (Internet Protocol/Transmission Control Protocol (TCP)) প্রোটোকল তৈরি করা হয় যা প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে এই নেটওয়ার্কিং সার্ভারের আলাদা করে করার জন্য যার নাম দেওয়া হয় National Control Protocol (NCP). ARPA US প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রকল্প ছিল আর বিভিন্ন কম্পিউটারের মাধ্যমে Intra কানেক্টের ব্যবস্থা ছিল তার সেখানে থেকেই ARPA NET-এর উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭৪ সালে IP/TCP ARPA এবং Standford University-র দ্বারা আবিষ্কারের বিকশিত হয়। এই IP/TCP বিভিন্ন কম্পিউটারের সংযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মের আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল যা ভবিষ্যতের জন্য ইন্টারনেটের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৮৫-তে IP/TCP-কে প্রমিত করা হল যা TCP/IP network-এর সঙ্গে পরবর্তীতে World Wide network Internet নামে পরিচিত হল। ১৯৮৬ সালে ARPA NET এর উন্নতি আরও অগ্রসরমান করা হল যখন National Science Foundation (NSF) Computer Science network-কে তৈরি করল এবং পরে পাঁচটি বিভাগ স্থাপিত ও গবেষণা কেন্দ্রে NSF Net Super Computer সার্ভারের স্থাপনা করার মাধ্যমে আরও সাড়া তুলে। পরে ইন্টারনেটের উন্নতির সাথে ও ১৯৯০-এর শুরুর দিকে Commercial, Internet Service Providers (ISPs)-এর আবির্ভাব

হল। এবং ১৯৯৯ সালে Internet সংযুক্তি হয়। এবং ১৯৯৮ সালে বাণিজ্যিক ভাবে তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। এই বিনিয়ুক্তি হল। ১৯৯৮ সালে ইন্টারনেট অ্যাকাউন্ট ও বাণিজ্যিক ই বেসরকারি প্রকাশ বিস্তার করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে শ্যামবাজার কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইন্টারনেট ব্যবহার, ব্যবহার। ফিরিস্তি করল, ১৯৯৯, বিভিন্ন আলোচনার সম্মেলন, ১৯৯০ সালে ফোরামে ল্যাবরেটরি, বিভিন্নদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। ১৯৮৭ সালে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি হল এবং এই সুযোগ সম্মিলিতভাবে তাদের প্রথম সমিতিটা চালু করল যার নাম দেওয়া হল ERNET. ERNET হল (Education and Research Network) যা উচ্চশিক্ষা ও UNDP (United Nation Development Programme) এই পরিকল্পনা উন্নয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই তৈরি করা হয়। এটি ৫ ভাগে Public Section-এর অধীনস্থ হিসেবে বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠন করল। যারা বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারনেটের সম্প্রসারণের চালু করল। পরে পরবর্তী অনুমতি দেওয়ার পর Private Section-এরাও Internet ব্যবহার শুরু করল। ১৯৯৫ সালে ভারত Broad Band-এর সংযোগ দান শুরু করে ও বিভিন্ন, ২০০০-এর দেশে অন্যান্য দেশে ইন্টারনেটের অর্থনৈতিক দিকও বিভিন্ন হচ্ছে বিস্তারিত।

ইলেকট্রনিক পুস্তক বিনিময়ের সুবিধা — আমরা জানি পুস্তক সংরক্ষণ করা হয়, Digital বিনিময় বা ইলেকট্রনিক বলতে বই পাওয়া বিনিময়ের এক অন্যতম পুস্তক সমূহকে যা ছোট ফরম্যাট অন্য সমস্ত বস্তু সমাধান হয়। উদাহরণ - PDF, Photos, Video, Audio (Bits of Bytes Text of 1) যা কম্পিউটারে PDF বা অন্যান্য ফোরামের সেভার করে সংরক্ষণ করে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পুস্তক সংরক্ষণ যে কোনো পুস্তক সমূহের সাথে পৌঁছে যায়। ছোটো, টেলিফোন, ফোন ইন্টারনেট ইত্যাদি ও তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন প্রকারের এবং একটি সংরক্ষণ যার সুবিধা বিভিন্ন তথ্য বা সংরক্ষিত পুস্তকের সংরক্ষণ প্রদান করা। বিভিন্ন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা। বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, ভিডিও এবং বিভিন্ন ফরম্যাটের ছোট আকারে সংরক্ষণ করা এবং বিভিন্ন সময়মতো সম্ভব থাকে। (সূত্র - ইলেকট্রনিক ও ২য় ভলিউম, ৫.০)

ইলেকট্রনিক হল এমন একটি প্রযুক্তি যা

কম্পিউটারের মাধ্যমে বিজ্ঞানী প্রক্রিয়া তথ্যগুলি দেখা যায় তবে এর বিশেষ অপারেটিং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয় এবং মানুষের মনের কাজের অনুরূপ ভাবে আচরণ করে।

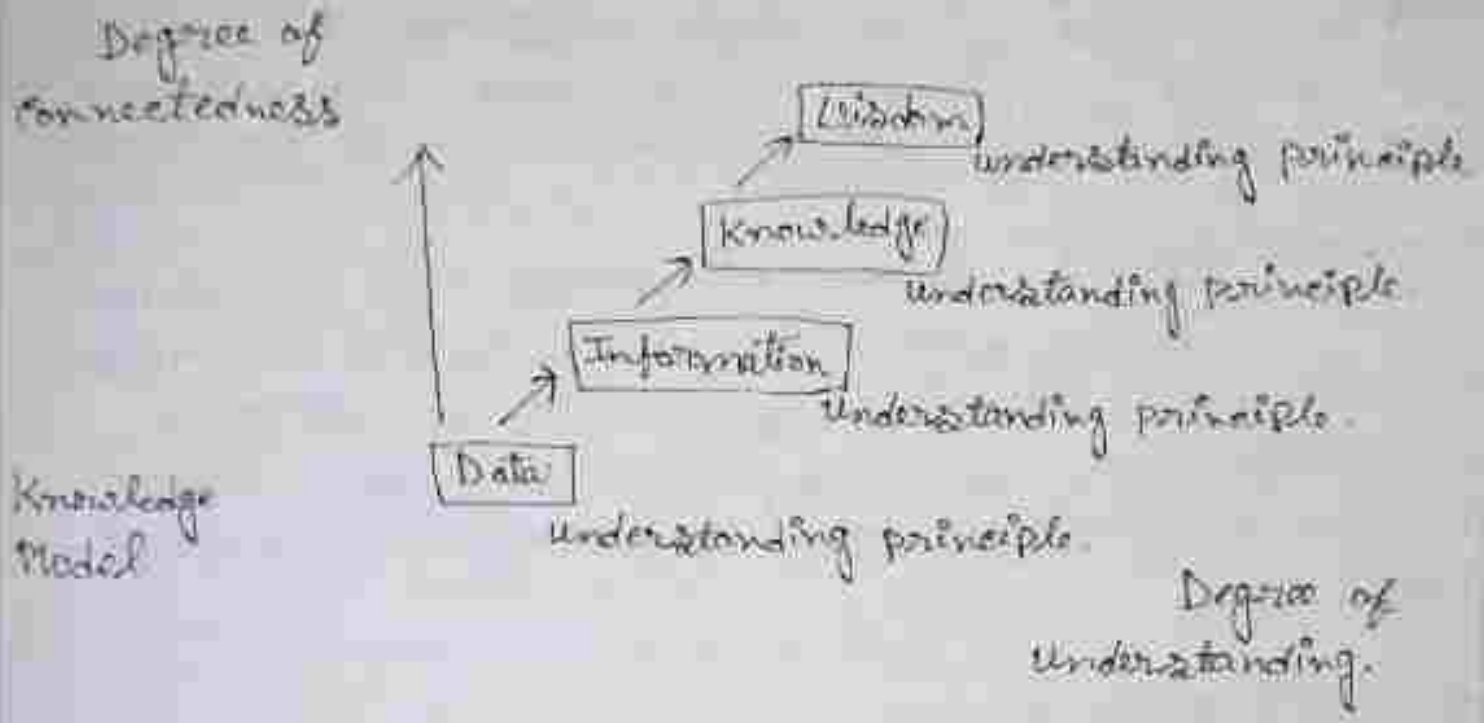

বৈশিষ্ট্য :— মানব মস্তিষ্কের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এটা তৈরি করা হয়, এটি একটি নমনীয় মাধ্যম যেখানে বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে একত্র করার জন্য নিয়ে আসতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

Interactivity (মিথস্ক্রিয়া) :— মানুষ এই মাধ্যমের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারযোগ্য বস্তু হিসেবে পায় ও আপনার প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে অর্থ সম্পর্কে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে পারে। এবং পাঠক প্রয়োজনের অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ গেমিং কম্পিউটার (CMC) এ ব্যবহারকে প্রয়োজন মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তাদের দেখি পাশি তথ্য তুলে ধরতে অন্যান্য সহযোগে দেখিয়ে দিতে পারে।

Emergence (প্রকৃতিগুলির উদ্ভব) :— এখানে প্রাসঙ্গিক কাঠামো অনুযায়ী অর্থ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে আসা এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি পাঠক যেখানে দুই বা দুই এর চেয়ে বেশি অঞ্চল তথ্যের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তৈরি আকর্ষণ যাতে

করে কম্পিউটার বিভিন্ন কাজগুলি একই জায়গায় সম্পাদিত হয়।

৩) Networked :— নেটওয়ার্ক হল অনেকগুলো কম্পিউটারের সমূহ যারা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং বিভিন্ন তথ্যকে শুধু করা ও পাঠাতে সেবন করে অর্থাৎ— একটির কম্পিউটার তথ্যগুলি অন্যটির থেকে। নেটওয়ার্ক হল হার্ডওয়্যারের সংযোগ যেমন— কম্পিউটার, কেবল, মোডেম ইত্যাদি এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকে সফটওয়্যার অ্যাপলিকেশন।

৪) রাইপারফরমেন্স :— কম্পিউটার ব্যবস্থাপনাটির কাজে প্রচুর ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে যারা দ্রুতগতি ও অধিক তথ্যগুলিকে প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তির তথ্য দেওয়ার এই প্রযুক্তিটির কাজকে সহজতর করে তোলে। এই কম্পিউটারের পদ্ধতিটি কম্পিউটার ব্যবস্থাপনাটির সঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে।

কম্পিউটারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র :—

1. তথ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।
2. প্রস্তুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যোগাযোগ
3. বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলন (যেমন— সিমুলেশন টেকনিক)।
4. অফিসের কাজ।
5. বীমাসংক্রান্ত দাবি স্থির করার জন্য।
6. বিভিন্ন ক্ষেত্রের আপডেটেড তথ্য এবং সর্বশেষ তথ্য দেওয়া।